টেইজে চিঠি ২০১২
২৭৪ বিশেষ সংখ্যা

এক নতুন সংহতির দিকে

মানব অস্তিত্বের সর্বক্ষেত্রে – পরিবারে, সমাজে; শহর-গ্রাম-গঞ্জে, দেশ-দেশান্তরে এবং মহাদেশের মধ্যে এক নতুন সংহতি উৎসারিত করতে সাহসী সিদ্ধান্তের প্রয়োজন।

মানবজাতি এবং গ্রহমন্ডলের উপর যে বিপদ ও যন্ত্রণা ভর করে, তা জেনেও আমরা ভয় ও হাল ছেড়ে দেওয়া মেনে নিতে চাই না।

তথাপি, একটি সুক্ষ্ম মানবীয় আশা মোহভঙ্গের দ্বারা অবিরামভাবে সন্ত্রস্ত হয় । অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা বর্ধিতহারেই দুর্বহ, যখন-তখন সমাজের অসংখ্য জটিলতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে অসহায় অবস্থাগুলো সতেজ আশার শ্বাস রোধ করার সহায়ক ।

নতুন ধারার সংহতি সৃষ্টি করতে আস্থা'র ফোয়ারা উদঘাটন করার মহৎ প্রচেষ্টার সময় কী আসেনি?

কোন মানুষ, কোন সমাজ আস্থা ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না। আস্থা যখন ছলনা বা বিশ্বাসঘাতকতা করে, ক্ষতের দাগ তখন গভীরতর হয়।

আস্থা গুণ অন্ধ প্রতারণা নয়, এটা একটি সহজসাধ্য কথা নয়। এটা মনোনয়নের লব্ধ ফলাফল, অন্তরে জাত সংগ্রামের ফল। প্রতিদিন নতুন ক'রে অসার চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বস্ততার গভীরে এগিয়ে যেতে আমরা আহুত ।

মানুষের মাঝে আস্থা

আস্থার খোলা পথসমূহ জরুরী প্রয়োজনের প্রতি সাড়া দেয়:যদিও যোগাযোগ সম্পর্ক সহজ থেকে সহজতর হচ্ছে, তথাপি আমাদের মানব সমাজ শ্রেণীগতভাবে বিভক্ত এবং খন্ড-বিখন্ড অবস্থায় বিরাজমান।

দেওয়াল তো শুধু মাত্র জনগণ ও মহাদেশের মাঝে বিরাজ করছে না, বিরাজ করছে আমাদের পাশাপাশি এমনকি মানুষের হৃদয়ে। বিভিন্ন জাতীয়তার মধ্যে প্রতিকূল ধারণার বিষয়টি ভেবে দেখুন, ভাবুন অভিবাসীদের কথা, কত কাছের, তথাপি প্রায়ই বহু দূরের। এখনও এক ধর্ম অন্য ধর্মকে অবজ্ঞা করে, আর খ্রীষ্টবিশ্বাসী নিজেরাই বিভিন্ন আখ্যায় বড় বড় দলে বিভক্ত।

বিশ্ব-শান্তি তো আমাদের অন্তরে শুরু হয়।

সংহতি শুরু করতে আমাদের অন্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে,
কখনো কখনো শূন্য হাতে, শুনতে,
যারা আমাদের মত ক'রে ভাবে না সেইসব নারী-পুরুষদের বুঝতে চেষ্টা করতে .. .
তখন ইতোমধ্যে অচল অবস্থা রূপান্তরিত হতে পারে।
আসুন আমরা চেষ্টা করি এবং মনোযোগী হই দুর্বলদের প্রতি,
যাদের কর্মসংস্থান নেই– তাদের প্রতি . . .
দরিদ্রতমদের প্রতি আমাদের মনোযোগীতা কোন না কোন সামাজিক কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে পারে।
তবে, সংহতি গভীরতরভাবে **সকলের প্রতি** খোলা মনোভাবের একটি আচরণ:
আমাদের নিকটের যারা তারাও,
যারা বিশেষ অর্থে দরিদ্র – আমাদেরকে যাদের প্রয়োজন।

যা এখন আছে এবং ভবিষ্যতেও সম্পূর্ণভাবে ও বিস্ময়করভাবে নতুন থাকবে, তা হল যীশু তাঁর সহজ-সরল জীবনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আলো প্রদান করেছেন। ঐশ্বরিক জীবন তাঁকে আরও বেশী মানবীয় ক'রে তুলেছে। মানবসুলভ জীবনের সরলতায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ ক'রে ঈশ্বর তাঁর আস্থা মানুষের মধ্যে নবায়ন করেছেন, মানুষকে বিশ্বাস করতে আমাদের সক্ষম করেছেন। তখন হতেই আমরা আর হতাশা-নিরাশার মধ্যে বাস করতে পারি না, সে হোক জগৎ বা নিজেদের বিষয়ে।

হিংস্রতার সঙ্গে কোন প্রতিক্রিয়া না ক'রে হিংসাত্মক মৃত্যু গ্রহণের দ্বারা যীশু সেখানে ঐশ ভালবাসা নিয়ে আসলেন যেখানে ছিল শুধুই ঘৃণা। ক্রুশের ওপরে গভীরতম অন্ধকারের মধ্যেও তিনি হাল ছেড়ে দেননি, নিষ্ক্রিয় থাকেননি। তিনি ভালবেসেছেন শেষ পর্যন্ত, এবং মৃত্যু-যন্ত্রণার রূপ চরম অসম্ভব ও ধারণার অতীত হওয়া সত্ত্বেও তিনি গভীর বিশ্বস্ততা রেখেছেন যে, ঈশ্বর মন্দতার ঊর্ধ্বে; মৃত্যুই এর শেষ নয়। আপাতঃদৃষ্টিতে বিরোধী বলে মনে হলেও সত্য যে, তাঁর ক্রুশীয়-যন্ত্রণাভোগ-মৃত্যু সীমাহীন ভালবাসার চিহ্ন।

আর ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠালেন। খ্রীষ্ট তাই শুধু অতীতের নয়, তিনি প্রতিটি নতুন দিনে আমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি পবিত্র আত্মাকে দেন, যিনি ঈশ্বরের নিজ জীবনের সঙ্গে বাস করতে আমাদের সক্ষম ক'রে তোলেন।
আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু হল পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট – আমাদেরই মাঝে উপস্থিত; প্রত্যেকের সাথে যার ব্যক্তিগত ভালবাসার বন্ধন রয়েছে। তাঁর দিকে আমাদের খোলা দৃষ্টি বিস্ময় জাগ্রত করে এবং আমাদের অস্তিত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করায়।

প্রার্থনায় যখন আমরা তার আলোর দিকে তাকাই, তা ক্রমশঃ আমাদের অন্তরে উজ্জ্বলতর হতে শুরু করে। খ্রীষ্টের রহস্য আমাদের নিজের জীবন-রহস্যে পরিণত হয়। আমাদের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি এবং আমাদের ভয় হয়তো বা দূর হবে না । কিন্তু পবিত্র আত্মার দ্বারা খ্রীষ্ট আমাদের চিন্তা-ভাবনায় পুরোপরিভাবে প্রবেশ করেন, তাতে আমাদের মধ্যে অন্ধকার স্থানে আলোর বিকিরণ হয়।

প্রার্থনা একই সময়ে আমাদেরকে ঈশ্বরের দিকে এবং বিশ্বের দিকে চালিত করে ।

যিনি পুনরুত্থান-দিন ভোর বেলায় জীবিত খ্রীষ্টকে দেখেছিলেন, সেই মাগ্‌দালার মারীয়ার মত আমরাও অন্যের কাছে এই শুভ সংবাদ দিতে আহুত।
খ্রীষ্ট মণ্ডলীর আহ্বান হল: বিশ্বজুড়ে সকল ভাষাভাষি ও জাতির নর-নারী, ছেলে-মেয়েকে খ্রীষ্টের শান্তিতে সম্মিলিত করা। মণ্ডলী একটি চিহ্ন যে সুসমাচার সত্য বলে; সে খ্রীষ্টের দেহ, পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত। মণ্ডলী " মিলন-রূপ" খ্রীষ্টকে উপস্থিত করায়।

মণ্ডলী যখন ক্লান্তিবিহীনভাবে শোনে, নিরাময় করে, পুনর্মিলন ঘটায় – প্রেমের মিলন-বন্ধনে, করুণা ও সান্তনায় – তখন তার আলোকশিখা এমন উজ্জ্বলতর হয় – যেন–সে পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের এক স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব । কখনো দূরবর্তী নয়, পক্ষসমর্থনকারী নয়, সকল প্রকার বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত মণ্ডলী মানব হৃদয়ে বিশ্বাসের বিনম্র আস্থা জাগ্রত করতে পারে।

"পৃথিবীর লবণ হওয়া"র চেষ্টা

' মিলনরূপ খ্রীষ্ট' আসেননি খ্রীষ্টানদের আলাদা করতে এবং তাদের নিয়ে একটি পৃথক সমাজ গড়ে তুলতে; আস্থা ও শান্তির খামির হিসেবে তিনি তাদের প্রেরণ করেন মানুষের সেবা দিতে । খ্রীষ্টানদের মাঝে একটি দৃশ্যমান মিলন নিজে থেকেই শেষ হয় না কিন্তু মানুষের মাঝে এটা একটি চিহ্ন: "তোমরা পৃথিবীর লবণ"।

যা এখন আছে এবং ভবিষ্যতেও সম্পূর্ণভাবে ও বিস্ময়করভাবে নতুন থাকবে, তা হল যীশু তাঁর সহজ-সরল জীবনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আলো প্রদান করেছেন। ঐশ্বরিক জীবন তাঁকে আরও বেশী মানবীয় ক'রে তুলেছে। মানবসুলভ জীবনের সরলতায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ ক'রে ঈশ্বর তাঁর আস্থা মানুষের মধ্যে নবায়ন করেছেন, মানুষকে বিশ্বাস করতে আমাদের সক্ষম করেছেন। তখন হতেই আমরা আর হতাশা-নিরাশার মধ্যে বাস করতে পারি না, সে হোক জগৎ বা নিজেদের বিষয়ে।

হিংস্রতার সঙ্গে কোন প্রতিক্রিয়া না ক'রে হিংসাত্মক মৃত্যু গ্রহণের দ্বারা যীশু সেখানে ঐশ ভালবাসা নিয়ে আসলেন যেখানে ছিল শুধুই ঘৃণা। ক্রুশের ওপরে গভীরতম অন্ধকারের মধ্যেও তিনি হাল ছেড়ে দেননি, নিষ্ক্রিয় থাকেননি। তিনি ভালবেসেছেন শেষ পর্যন্ত, এবং মৃত্যু-যন্ত্রণার রূপ চরম অসম্ভব ও ধারণার অতীত হওয়া সত্ত্বেও তিনি গভীর বিশ্বস্ততা রেখেছেন যে, ঈশ্বর মন্দতার ঊর্ধ্বে; মৃত্যুই এর শেষ নয়। আপাতঃদৃষ্টিতে বিরোধী বলে মনে হলেও সত্য যে, তাঁর ক্রুশীয়-যন্ত্রণাভোগ-মৃত্যু সীমাহীন ভালবাসার চিহ্ন।

আর ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠালেন। খ্রীষ্ট তাই শুধু অতীতের নয়, তিনি প্রতিটি নতুন দিনে আমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি পবিত্র আত্মাকে দেন, যিনি ঈশ্বরের নিজ জীবনের সঙ্গে বাস করতে আমাদের সক্ষম ক'রে তোলেন।
আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু হল পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট – আমাদেরই মাঝে উপস্থিত; প্রত্যেকের সাথে যার ব্যক্তিগত ভালবাসার বন্ধন রয়েছে। তাঁর দিকে আমাদের খোলা দৃষ্টি বিস্ময় জাগ্রত করে এবং আমাদের অস্তিত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করায়।

প্রার্থনায় যখন আমরা তার আলোর দিকে তাকাই, তা ক্রমশঃ আমাদের অন্তরে উজ্জ্বলতর হতে শুরু করে। খ্রীষ্টের রহস্য আমাদের নিজের জীবন-রহস্যে পরিণত হয়। আমাদের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি এবং আমাদের ভয় হয়তো বা দূর হবে না । কিন্তু পবিত্র আত্মার দ্বারা খ্রীষ্ট আমাদের চিন্তা-ভাবনায পুরোপরিভাবে প্রবেশ করেন, তাতে আমাদের মধ্যে অন্ধকার স্থানে আলোর বিকিরণ হয়।

প্রার্থনা একই সময়ে আমাদেরকে ঈশ্বরের দিকে এবং বিশ্বের দিকে চালিত করে ।

যিনি পুনরুত্থান-দিন ভোর বেলায় জীবিত খ্রীষ্টকে দেখেছিলেন, সেই মাগ্‌দালার মারীয়ার মত আমরাও অন্যের কাছে এই শুভ সংবাদ দিতে আহুত।
খ্রীষ্ট মণ্ডলীর আহ্বান হল: বিশ্বজুড়ে সকল ভাষাভাষি ও জাতির নর-নারী, ছেলে-মেয়েকে খ্রীষ্টের শান্তিতে সম্মিলিত করা। মণ্ডলী একটি চিহ্ন যে সুসমাচার সত্য বলে; সে খ্রীষ্টের দেহ, পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত। মণ্ডলী " মিলন-রূপ" খ্রীষ্টকে উপস্থিত করায়।

মণ্ডলী যখন ক্লান্তিবিহীনভাবে শোনে, নিরাময় করে, পুনর্মিলন ঘটায় – প্রেমের মিলন-বন্ধনে, করুণা ও সান্তনায় – তখন তার আলোকশিখা এমন উজ্জ্বলতর হয় – যেন–সে পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের এক স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব । কখনো দূরবর্তী নয়, পক্ষসমর্থনকারী নয়, সকল প্রকার বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত মণ্ডলী মানব হৃদয়ে বিশ্বাসের বিনম্র আস্থা জাগ্রত করতে পারে।

"পৃথিবীর লবণ হওয়া"র চেষ্টা

' মিলনরূপ খ্রীষ্ট' আসেননি খ্রীষ্টানদের আলাদা করতে এবং তাদের নিয়ে একটি পৃথক সমাজ গড়ে তুলতে; আস্থা ও শান্তির খামির হিসেবে তিনি তাদের প্রেরণ করেন মানুষের সেবা দিতে । খ্রীষ্টানদের মাঝে একটি দৃশ্যমান মিলন নিজে থেকেই শেষ হয় না কিন্তু মানুষের মাঝে এটা একটি চিহ্ন: "তোমরা পৃথিবীর লবণ"।

যীশু তাঁর ক্রুশমৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা গোটা মানবজাতির মধ্যে এক নতুন সংহতি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রতিবাদী দলসমূহে মানুষের খন্ড-বিখন্ড-বিচ্ছিন্ন অবস্থা তাঁতেই ইতোমধ্যে জয়ী হয়েছে। তাঁতেই গঠিত এক পরিবার । ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলন আর মানুষের মাঝে পুনর্মিলন অবিচ্ছেদ্য ।
কিন্তু,লবণ নিঃস্বাদ হয়ে গেলে, তবে কী করেই বা তা আবার নোনতা করা যাবে? . . .এটা জানা উচিৎ যে আমরা খ্রীষ্টানগণ প্রায়ই খ্রীষ্টের এই বাণী অস্পষ্ট করি। বিশেষভাবে, কেমন ক'রে আমরা একে অন্যের কাছে শান্তি বিকিরণ করতে পারি যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকি?
ইতিহাসের এমন এক পর্যায়ে আমরা রয়েছি যেখানে ভালবাসা ও শান্তির এই বাণীকে পুনরায় প্রাণবন্ত করা প্রয়োজন। আমাদের সাধ্যমত যতটুকুই পারি, আমরা কী তা করবো যাতে ভুল বুঝাবুঝি মুক্ত হয়ে এর মৌলিক সহজতায় উজ্বল হতে পারে?

কোন কিছু আরোপ না ক'রে আমরা কি তাদেরই পাশাপাশি যাত্রা করতে পারি, যারা আমাদের বিশ্বাসের সহভাগী নন কিন্তু সমস্ত হৃদয় দিয়ে তারা সত্যের সন্ধান করছেন?

নতুন সংহতি সৃষ্টি করতে এবং আস্থার পথ খুলতে আমাদের প্রচেষ্টায় এখন এবং সর্বদা পরীক্ষা-কষ্টভোগ থাকবেই। কখনো মনে হবে তা অত্যধিক। তাই, আমাদের কী করা উচিৎ? এটা কি আমাদের ব্যক্তিগত এবং অন্য যারা এমনি পরীক্ষা-কষ্ট সহ্য করছেন, তাদের প্রতি আমাদের ভালবাসার সাড়াদান নয়?

২০১৫ খ্রীষ্টবর্ষ
নতুন সংহতির জন্য সম্মেলন
আসছে সাড়ে তিন বছর ধরে " বিশ্বে আস্থার তীর্থযাত্রা" বিভিন্ন উপায় খুঁজবে এই চিঠির মূলভাব –
"নতুন সংহতি" র অনুশীলন করতে।

নতুন সংহতি তাদের সকলকে একসঙ্গে আনতে পারে যারা শান্তির তীর্থযাত্রী,
যারা সত্যের তীর্থযাত্রী – সে হোক বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী।

সাড়ে তিন বছর বিভিন্ন মহাদেশের যুবাদের শক্তি , তাদের আকাঙ্ক্ষা, স্বতঃলব্ধ জ্ঞান,
এবং তাদের অভিজ্ঞতা গতিময় করতে সক্ষম।

২০১২ : মানুষের মাঝে আস্থার পথসমূহ উদ্বোধন

২০১৩ : ঈশ্বরে আস্থা রাখার ফোয়ারা উদ্ঘাটন

২০১৪ : যারা খ্রীষ্টকে ভালবাসে তাদের মধ্যে দৃশ্যতঃ মিলন-সংযোগ খোঁজা।

২০১৫ : "পৃথিবীর লবণ" হওয়া
এই সন্ধানকে পুনরাবৃত্তি ক'রে নতুন প্রেরণা অর্জন
আগষ্ট, ২০১৫
এক নতুন সংহতির জন্য সম্মেলন
স্থানঃ টেইজে
টেইজে কমিউনিটির ৭৫তম বার্ষিকী
ব্রাদার রজে-এর শততম জন্মবার্ষিকী
কাজেই যত বেশী সম্ভব যুবাগণ শুনুক, প্রত্যেক মহাদেশে, বিশেষ সভার মধ্য দিয়ে এই সম্মেলনের প্রস্তুতি নেওয়া হবে।